بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলো নাইজেরিয়ার নাসেরাতুল আহমদীয়া সদস্যাবৃন্দ

"তোমাদের সবার জন্য আমার পরামর্শ এই যে, তোমরা চেষ্টা করো তোমাদের পড়াশোনায় ভালো করতে আর যতদূর সম্ভব শিক্ষা অর্জন করো" — হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

২৫ সেপ্টেম্বর ২০২১, নাসেরাতুল আহমদীয়া (৭-১৫ বছরের আহমদী শিশু-কিশোরীদের অঙ্গ-সংগঠন) নাইজেরিয়ার ৯ থেকে ১৪ বছর বয়সী সদস্যাদের সাথে এক ভার্চুয়াল অনলাইন সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ ভার্চুয়াল সভার সভাপতিত্ব করেন, আর নাসেরাতুল আহমদীয়ার সদস্যাগণ নাইজেরিয়ার লাগোসের ওজোকোরোতে অবস্থিত লাজনা হলে সমবেত হন।

পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াতসহ কিছু আনুষ্ঠানিকতার পর নাসেরাতুল আহমদীয়ার সদস্যাগণ হুযূর আকদাসের কাছে ধর্ম ও সমসাময়িক বিষয়াদি সম্পর্কে তাদের বিভিন্ন প্রশ্ন উপস্থাপনের সুযোগ পান।

এক কিশোরী উল্লেখ করেন যে, কিছু মুসলমান কিশোরী বা নারী অমুসলিমদের দ্বারা হাসি-ঠাট্টা বা বিদ্রূপের শিকার হওয়ার ভয়ে হিজাব অবলম্বন করতে দ্বিধা অনুভব করতে পারে। এমন বাধার মুখে ইসলামী শিক্ষার ওপর কীভাবে দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকা যায়, সে বিষয়ে তিনি হুযূর আকদাসের দিকনির্দেশনা কামনা করেন।

উত্তরে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"মানুষকে বলো, আর এ বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী থাকো যে, এটিই হলো ইসলামী পোশাক (এর মান) এবং এই নির্দেশনা ও আদেশ পবিত্র কুরআনে মুসলমানদেরকে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, নারীদের নিজেদেরকে আবৃত

রাখা উচিত তাদের মাথা, তাদের চিবুক এবং তাদের বক্ষদেশ এবং এছাড়াও তাদের ঢিলেঢালা শালীন পোশাক পরা উচিত। এই কারণেই আমরা এটি পরিধান করে থাকি আর আমরা কোন ব্যক্তির ভয় ছাড়া আল্লাহ্ তা'লার আদেশ অনুসরণ করছি এবং আমরা তা করতে থাকবো। আত্মবিশ্বাসী হও এবং কখনো আত্মবিশ্বাস হারাবে না। যখন তুমি নিজেকে একজন আহমদী মুসলমান বলে দাবি করো, তখন তোমার অন্য কাউকে ভয় করা উচিত নয়।"

আরেক বালিকা হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করেন, আধুনিক 'সভ্যতা'-র চ্যালেঞ্জসমূহ থেকে কীভাবে কাউকে বাঁচানো যেতে পারে।

ধর্মমনা মানুষেরা সভ্য নয় — এমন ধারণাকে চ্যালেঞ্জ তথা খণ্ডন করে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"ঐসকল মানুষ যারা বলেন যে, ধর্ম কোন ব্যক্তিকে সভ্যতা থেকে দূরে রাখে, তারা ভুল বলেন। এটি ধর্মই ছিল যা এই পৃথিবীর বুকে সভ্যতা নিয়ে এসেছিল। এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিগণও এ বিষয়ে স্বীকার করেন যে, যদি কোন নবী না আসতেন তবে পৃথিবীতে কোন সভ্যতার উদয় হতো না। একদিকে তারা স্বীকার করেন যে, ধর্ম সভ্যতা নিয়ে এসেছিল; আর অপরদিকে তারা বলেন যে, তোমাদের ধর্ম পালন করা উচিত নয়; কেননা, তা তোমাদেরকে আধুনিক সভ্যতা থেকে দূরে নিয়ে যায়। ... তোমরাই সভ্য মানুষ, যারা ধর্মের অনুসারী এবং পবিত্র কুরআনের শিক্ষার অনুসারী।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"মুসলমান হওয়ার কারণে, তোমার উচিত পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুসরণ করা; আর তাই অনুসন্ধান করো এতে কীসের আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং কোন বিষয়ে বারণ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, তোমরাই হলে সভ্য জাতি। ... সুতরাং, নিজের মনে কোন প্রকার হীনমন্যতাকে স্থান দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।"

আরেকজন অংশগ্রহণকারী হুযূর আকদাসকে তাঁর আফ্রিকায় কাটানো সময়ে দোয়ার কবুলিয়াতের কোন ঘটনা বর্ণনা করার জন্য অনুরোধ করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) উত্তরে বলেন:

"একবার ঘরে আমাদের ছোট্ট শিশুদের জন্য দুধ ছিল না, আর তাই আমরা দোয়া করলাম আর আল্লাহ্ তা'লা সেই দোয়া কবুল করলেন এবং কিছু সময় পরেই, এক ব্যক্তি এক কার্টন 'আইডিয়াল মিল্ক' নিয়ে এলেন। সুতরাং, মাত্র এক বা দুই ঘণ্টা পরই আমাদের দোয়া কবুল হলো — আমার এবং আমার স্ত্রীর দোয়া এবং আমরা আনন্দিত হলাম

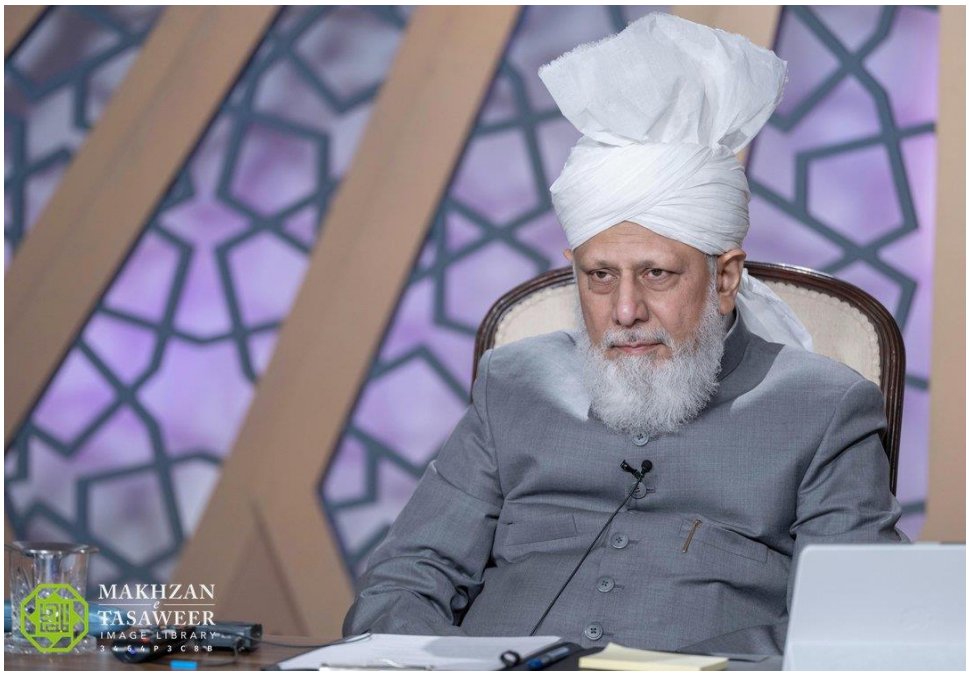

যে, আমাদের জন্য কেউ দুধ নিয়ে এসেছেন; কেবল সেই দিনের জন্য নয়, বরং পুরো এক মাসের জন্য। এভাবেই আমরা দেখতে পাই যে, খোদা দোয়া শুনে থাকেন।"

আরেক কিশোরী হুযূর আকদাসের কাছে জানতে চান, তাদের কোন্ বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যেন তা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের জন্য কল্যাণকর সাব্যস্ত হয়।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"(আহমদী) মেয়েদের মধ্য থেকে আমাদের আরো ডাক্তার এবং আরো শিক্ষক প্রয়োজন। সুতরাং, যদি তোমরা বিজ্ঞানের বিষয়গুলোতে ভালো হয়ে থাকো, তবে মেডিসিনের ডাক্তার অথবা সার্জন হওয়ার জন্য চেষ্টা করো। যাহোক, আমাদের হাসপাতালগুলোর জন্য আমাদের ডাক্তার প্রয়োজন, আর স্কুলগুলোর জন্য শিক্ষক প্রয়োজন। এছাড়াও যদি তোমাদের কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ থাকে, তাহলে তোমরা আমাকে লিখতে পারো এবং আমি তোমাদেরকে জানাবো তোমাদের সেই বিষয়ে পড়া উচিত কিনা, নাকি অন্য কোন বিকল্প বিষয় রয়েছে, যেটিতে তোমার আগ্রহ রয়েছে আর জামাতের জন্যও সেটা কল্যাণকর হতে পারে।"

আরেকজন নাসেরাত সদস্যা জিজ্ঞাসা করেন, সারা বিশ্বের আহমদীদের নেতৃত্ব দানের চাপের মোকাবেলা হুযূর আকদাস কীভাবে করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) উত্তরে বলেন:

"তারা (আহমদী মুসলমানগণ) আমার কাছে দোয়ার জন্য লেখেন এবং আমি তাদের জন্য দোয়া করি। তাদের সমস্যা দূর হওয়ার ও সমাধানের এবং তাদের সহযোগিতার জন্য আমি আল্লাহর সাহায্য যাচনা করি। যখনই আমি কোন চাপ অনুভব করি, আমি কেবল আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করি, তার সামনে সিজদায় পড়ে যাই এবং তখন আল্লাহ্ তা'লা আমার হৃদয়কে প্রশান্ত করেন এবং সেই চাপ দূরীভূত হয়। সুতরাং, তোমাদেরও উচিত, যখন তোমরা কোনো চাপে পড়ো, তখন অত্যন্ত ব্যাকুলতার সাথে আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করো।"

সভার সমাপ্তি লগ্নে, হুযূর আকদাস সকল মেয়েদেরকে পরামর্শ দেন তারা যেন তাদের পড়াশোনায় ভালো করার চেষ্টা করে এবং পরিপূর্ণভাবে শিক্ষিত হয়ে ওঠে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“তোমাদের সকলের জন্য আমার পরামর্শ এই যে, তোমাদের উচিত তোমাদের পড়াশোনায় উৎকর্ষ অর্জনের চেষ্টা করা। তোমাদের প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত যতদূর সম্ভব জ্ঞান লাভ করার এবং তোমাদের পড়াশোনা শেষ করার। যদি তোমরা চিকিৎসাশাস্ত্রে আগ্রহী হও, তবে চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ো। নতুবা, প্রকৌশল, আইন, শিক্ষা, বা যদি তুমি গবেষণায় যেতে চাও তবে গবেষণায় যেতে পারো। তোমার শিক্ষায় সর্বোচ্চ মানে উপনীত হওয়ার জন্য তোমার চেষ্টা করা উচিত, আর যতদূর সম্ভব শিক্ষা অর্জনের জন্য চেষ্টা করা উচিত।”